ইটভাঁটার কর্মচারীদের নির্মলতার আলোয় প্রবেশ

বেড়াবড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, আমডাঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতি, উত্তর ২৪ পরগনা

দারিদ্র, অমানবিক শ্রম, অত্যাচার, অপরিচ্ছন্নতা এই শব্দগুলো ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে ইটভাটার সাথে। আমাদের রাজ্যেও এমন বহু ইটভাটা রয়েছে যার সাথে বহু মানুষের রুজি রুটি জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে বহু অনিয়মের ইতিহাস। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আমডাঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত বেড়াবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ২০ বছরের পুরানো এই ইটভাটায় কাজ করেন প্রায় ৮০ জন কর্মচারী। এই কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের জীবনযাপন সব এই ইটভাটাকে ঘিরেই। বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে কাজের সন্ধানে আসা মানুষগুলি প্রতিনিয়ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। তাদের, এই লড়াইয়ে কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছে এই ইটভাটাটি। তাদের এই কর্মস্থল এই মানুষগুলোকে এখন নির্মল ও সুস্থভাবে বাঁচার দিশাও দেখাচ্ছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের উদ্যোগে এবং ইটভাটার মালিকের সহযোগিতায় এরা পেয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত ছয়টি শৌচাগার। এখানে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য শৌচালয়গুলিকে পৃথক করে দেওয়া রয়েছে। শুধু শৌচাগার নির্মাণই নয়, তার দেখভাল ও ব্যবহারের কথা তাদের বুঝিয়েছে পঞ্চায়েত সদস্যরা, শৌচাগার ব্যবহার করা, নিজেদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, খাবার আগে ও শৌচের পরে হাত ধোওয়া- এই বার্তাগুলি-পঞ্চায়েত সদস্যদের মারফৎ এখন তাদের জীবনেরই অংশ।

এই দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদেরকে বোঝানো হয়েছে। ফলস্বরূপ তারা শিক্ষার আলো থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও নির্মলতার আলোয় আসতে সংকোচবোধ করেননি।

প্রবেশ করেছেন স্বাস্থ্যকর এক জীবনে। তাই বলা যায়, এই প্রান্তিক মানুষদের জন্য পঞ্চায়েত তথা জেলা প্রশাসনের এই পদক্ষেপ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ও.ডি.এফ. যাত্রার উজ্জ্বলতম মাইলস্টোন।

মিশন নির্মল বাংলা
আমাদের প্রতিজ্ঞা। আমাদের গর্ব।